স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে কলকাতার দক্ষিণ শহরতলিতে উদ্বাস্তু বসতিস্থাপন: একটি সমীক্ষাভিত্তিক আলোচনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ইতিহাস বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি. উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভের প্রস্তাবপত্র

গবেষক

সঙ্ঘমিত্রা দাস

রেজিস্ট্রেশন নং - A00HI0201516

রেজিস্ট্রেশন তাং – ২৯.০৭.২০১৬

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা - ৭০০০৩২

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মেরুনা মুর্মু

অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা - ৭০০০৩২

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস বিভাগ

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২৪

স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে কলকাতার দক্ষিণ শহরতলিতে উদ্বাস্তু বসতিস্থাপন: একটি সমীক্ষাভিত্তিক আলোচনা

স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে কলকাতার দক্ষিণ শহরতলিতে উদ্বাস্তু বসতিস্থাপন: একটি সমীক্ষাভিত্তিক আলোচনা

দেশ বিভাজন এবং উদ্বাস্তু অভিবাসন ভারতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যে ঘটনায় নিমজ্জিত রয়েছে অগণিত মানুষের তীব্র যন্ত্রণা ও বেদনা। এই বিভাজনে বিপুল মনুষ্যগোষ্ঠী শুধুমাত্র তার বাস্তুভিটে হারায়নি, হারিয়েছিল নিজের পরিচয়ও (identity)। দেশবিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বস্ব ত্যাগ করে চলে আসা অসহায় বাস্তুহারা মানুষরা 'উদ্বাস্তু' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এই ছিন্নমূল মানুষগুলি নিজেদের জীবনের চরম বিপদের দিনে আত্মবিশ্বাসকে সম্বল করে নতুন জায়গায় নিজেদের ঠাঁই খোঁজার জন্য লড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের নানান প্রান্তে উদ্বাস্তু কলোনি নির্মাণ করেছে। এই কলোনিগুলিকে 'দেশভাগের স্মারক' বলা যেতে পারে।[1]

দেশবিভাগের অবশ্যম্ভাবী পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, উদ্বাস্তুদের জীবন সংগ্রাম ও উদ্বাস্তুদের বসতি স্থাপনের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিশ্লেষণ এবং প্রয়োজনীয়তাকে মাথায় রেখে বর্তমান গবেষণা পত্রটির কথা ভাবা হয়েছে। যাঁদের ত্যাগ, বঞ্চনার উপর নির্ভর করে স্বাধীন ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের ভিত্তিস্থাপন হয়েছে তাঁদের স্মরণ করা প্রয়োজন। কিন্তু এই বিষয় নিয়ে সেভাবে আলোচনা করা হয়নি বলে, একে 'ইতিহাসের এক অদ্ভুত মূক-বধির অবস্থান' বলে ভাবা হয়।[2] উদ্বাস্তু কিংবা অভিবাসন নিয়ে গতানুগতিক আলোচনা বহুবার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই অভিবাসনে, কলকাতার শহরতলির উদ্বাস্তু জবরদখল কলোনির কথা সেভাবে পাওয়া যায় নয়। তাই এই গবেষণাতে এমন কতগুলি উদ্বাস্তু কলোনির কথা বলা হয়েছে, যাদের নিয়ে সেভাবে ভাবা হয়নি। কিভাবে এই কলোনি গড়ে ওঠে তা ভাবা দরকার। সমীক্ষাভিত্তিক আলোচনার সংযোগে নতুন আঙ্গীকে শহরতলির উদ্বাস্তু কলোনিকে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। দেশ বিভাজনের পর পশ্চিম পাকিস্তান (বাংলাদেশ) থেকে অভিবাসিত হয়ে যে মানুষেরা উদ্বাস্তু বলে পরিচিত হয়েছেন, তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে এসে পৌঁছানোর পর তাঁদের কি হল, কেমন করে তাঁদের জীবন প্রতি মুহূর্তে বদলে গিয়েছিল এ

[1] Debjani Sengupta, *The Partition of Bengal Fragile Borders and New Identities*, Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

[2] Joya Chatterjee, *Bengal Divided Hindu Communalism and Partition 1932-1947*, Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

বিষয়ে তেমন আলোচনা লক্ষ্য করা যায়নি। এই অভাববোধ থেকেই উদ্বাস্তু বিষয়ক আলোচনাকে এই গবেষণা সন্দর্ভের মূল বিষয়রূপে ভাবা হয়েছে।

(ক) পূর্ববর্তী গবেষণার প্রতি অবলোকন

দেশবিভাগ ও উদ্বাস্তু অভিবাসন সম্পর্কে ঐতিহাসিক আলোচনা বিক্ষিপ্তভাবে শুরু হয়েছিল দেশভাগের পরেই। কিন্তু যথার্থ ঐতিহাসিক গবেষণার ধারা শুরু হয় ১৯৯০ এর দশক থেকে। কান্তি পাকড়াশি তাঁর- 'The Uprooted: A Sociological Study of the Refugees of West Bengal'[3] (১৯৭১)এ বলছেন, দেশবিভাজন কেবল আঞ্চলিক ভাগাভাগির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তার চেয়েও অনেক বিস্তর ক্ষেত্র রয়েছে এর। এটা ছিল লক্ষ লক্ষ মানুষের মনের ভাগাভাগি। তাঁর আলোচনাতে 'উদ্বাস্তু' মানুষদেরকে বৃহত্তর সমাজের অংশ হিসেবে না দেখে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ গোষ্ঠী হিসেবেই দেখা হয়েছে। তবে অভিবাসনের মধ্যে দিয়ে যেভাবে তৎকালীন সমাজের চিত্র বদলে যাচ্ছিল, তার উল্লেখ পাওয়া যায়নি তাঁর আলোচনাতে।

জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে তাঁর- 'Remembering Partition: Violence, Nationalism and History of India'[4] (২০০১) তে স্বাধীনতা সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেশবিভাজন ও উদ্বাস্তু অভিবাসনকে দেখেছেন।

প্রণতি চৌধুরীর 'Refugees in West Bengal: A Study of the Growth and Distribution of Refugees Settlements within the CMD'[5] (১৯৮৫) তে শুরু হয় দেশভাগের ইতিহাস রচনায় দেশভাগের ভুক্তোভুগী উদ্বাস্তু মানুষদের নিয়ে কথা বলা। ইতিহাসে এই গোত্রের অন্যতম স্মরণীয় লেখা দীপেশ চক্রবর্তী'র- 'Remembered Villages: Representations of Hindu-Bengali Memories in the Aftermath of the Partition'।[6]

---

[3] Kanti Pakrasi, *The Uprooted: A Sociological Study of the Refugees of West Bengal*, Calcutta: University of Calcutta, 1971.

[4] Gyanendra Pandey, *Remembering Partition: Violence, Nationalism and History of India*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

[5] Pranati Chaudhuri, *Refugees in West Bengal: A Study of the Growth and Distribution of Refugee Settlements within the CMD*. Occasional Paper No. 55, Calcutta: Centre for Studies in Social Sciences. 1985.

[6] Dipesh Chakrabarty, "Remembered Villages: Representation of Hindu-Bengali Memories in the Aftermath of Partition," *Economic and Political Weekly*, August 10, 1996, 133-152.

মহিলা উদ্বাস্তুদের নিয়েও কিছু গবেষণার কাজ হয়েছে যেমন গার্গী চট্টোপাধ্যায়ের 'Coming out of Partition: Refugees Woman of West Bengal'[7] (২০০৫) যেখানে স্মৃতি কথার মধ্যে দিয়ে উদ্বাস্তু মহিলাদের ইতিহাস নির্মাণ করেছেন।

অর্চিতা বসু গুহ চৌধুরী'র 'Engendered Freedom: Partition and East Bengali Migrant Women'[8] (২০০৯) থেকে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু মহিলা কেন্দ্রিক বিষয় পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে আসার পর কিভাবে উদ্বাস্তু মহিলাদের জীবন বদলে গিয়েছিল সে বিষয়ে এই আলোচনা।

মৌসুমী মণ্ডলের (২০২১) 'Everyday Tactics: Analyzing the East Bengali Migrant Working Women's Everyday Practices in the Post Partitioned Calcutta'[9] তে তিনি দক্ষিণ কলকাতার শহরতলীর উদ্বাস্তু মহিলাদের সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে শহরের উদ্বাস্তু মহিলাদের জীবনধারা ফুটিয়ে তুলেছেন।

সুমনা দাশ সুরের 'দেশভাগঃ স্মৃতিযাত্রায় চার প্রজন্মের মেয়েরা' মূল্যবান (২০২২)[10] তে তিন প্রজন্মের উদ্বাস্তু মেয়েরা, তাদের সমাজ, শিক্ষা, সংসার জীবনের বিভিন্ন দিক এবং প্রতিনিয়ত বদলে যাওয়া উদ্বাস্তু জীবনের নানা পর্যায়কে তুলে ধরা হয়েছে এই বইয়ের আলোচনায়।

তিস্তা দাস তাঁর 'Unattached Women, Able-Bodied Men: Partition, Migration and Resettlement in Bengal' (২০২৩) এ শহরের উদ্বাস্তু মহিলাদের কথা যেমন বলেছেন, তেমনি শহর থেকে দূরে ক্যাম্পে ও কলোনিতে উদ্বাস্তু মহিলাদের কথাও বলেছেন। অভিবাসন কিভাবে মহিলাদের জীবনকে বদলে দিয়েছিল, বাড়ির বাইরের জগতের সাথে পরিচিত করেছিল সেই বিষয়ে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে আবার চিরাচরিত পিতৃতান্ত্রিক, পারিবারিক ও সামাজিক

[7] Gargi Chakraborty, *Coming out of Partition: Refugees Woman of West Bengal*, New Delhi: Bluejay Books, 2005.
[8] Archit Basu Guha-Choudhury, "Engendered Freedom: Partition and East Bengali Migrant Women." *Economic and Political Weekly*, vol. 44, no. 49, Dec. 2009: 66–69.
[9] Mousumi Mondal, "Everyday Tactics: Analysing the East Bengali Migrant Working Women's Everyday Practices in the Post-Partitioned Calcutta". In Supriya Agarwal, Neha Arora and Ved Prakash (eds), *Understanding Marginality: Cultural and Literary Perspectives*. Delhi: Rawat Publications, 2021.
[10] সুমনা দাশ সুর, *দেশভাগ: স্মৃতিযাত্রায় চার প্রজন্মের মেয়েরা*, কলকাতা: গাংচিল, ২০২২।

বাধা কিভাবে তাদেরকে পুরোপুরি স্বাধীন হতে দেয়নি সে বিষয়েও আলোচনা করেছেন 'The Women of the 1950s' অধ্যায়টিতে।[11]

১৯৫০ এর সময় থেকে দেশভাগের ফলে প্রভাবিত মানুষদের অর্থাৎ 'উদ্বাস্তু'দের নিয়ে ভাবনা শুরু হলেও। 'উদ্বাস্তু' প্রসঙ্গ আলোচনা কিছুটা নতুন আঙ্গিকে ভাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। যেমন কিভাবে উদ্বাস্তুরা নিজেদের জায়গা দখলের লড়াই লড়েছেন, কিংবা কিভাবে 'উদ্বাস্তু কলোনির নির্মাণ' হয়েছে। কিভাবে একটি নতুন দেশে এসে, উদ্বাস্তু থেকে সেই দেশের নাগরিক হয়ে ওঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন। এই সমস্ত বিষয়গুলি বর্তমান সময়ে অধিক প্রাসঙ্গিক। উদিতি সেনের 'Citizen Refugee: Forging the Indian Nation after Partition'[12] (২০১৮)এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। উদ্বাস্তুদের অধিকার, পুনর্বাসন এবং নিম্নবর্ণের মানুষ ও যে মহিলারা একা ছিলেন, যারা বিধবা উদ্বাস্ত মহিলা ছিলেন সেইসব প্রসঙ্গে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। উদ্বাস্তুদের যথাযথ নাগরিকত্বের অধিকারের কথা বারবার বলেছেন। উদ্বাস্তুদের এই ভূমিহীন হওয়া শুধুমাত্র একটা নির্দিষ্ট কোনো মুহূর্তের বিষয় নয়, এটা সময়ের সাথে সাথে বারংবার বাস্তবায়িত হয়েছে। গৃহ ত্যাগ করে অন্য গৃহের সন্ধান করেছে বারবার উদ্বাস্তু মানুষেরা। আবার অনেকের এই সন্ধানকার্য অসমাপ্তই থেকে গিয়েছে আমৃত্যু।

(খ) গবেষণামূলক প্রশ্ন

কলকাতা সংলগ্ন দক্ষিণ শহরতলীতে উদ্বাস্তুদের অভিবাসন ও তার জন্য ঐ অঞ্চলের সামগ্রিক ইতিহাস অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্নতার কথা মাথায় রেখে বর্তমান গবেষণা পত্রটি প্রস্তুত করার কথা ভাবা হয়েছে। বর্তমান গবেষণা পূর্ণতা দিতে পরোক্ষ উপাদানের সাথে সাথে সমীক্ষার প্রতিও নজর দেওয়া হয়েছে। কলোনির অন্তর্নিহিত ইতিহাস জানার জন্য কলোনিবাসী যাঁরা বয়সের ভারে জর্জরিত অথচ যাঁদের মর্মাহত স্মৃতি আজও জীবন্ত, তা ইতিহাস রচনার কাজে বিশেষ মূল্যবান রসদ।

এই গবেষণার মাধ্যমে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের প্রয়াস করা হয়েছে -

- উদ্বাস্তু অভিবাসনে ও পুনর্বাসনে সরকারের কি ভূমিকা ছিল?

[11] Tista Das, *Unattached Women, Able-Bodied Men: Partition, Migration and Resettlement in Bengal*, New York: Routledge Publication, 2023, p. 150.
[12] Uditi Sen, *Citizen Refugee: Forging the Indian Nation after Partition*, London: Cambridge University Press, 2018.

- কিভাবে উদ্বাস্ত কলোনি, জবরদখল কলোনি গড়ে ওঠে?
- পূর্ববর্তী অধিবাসী ও উদ্বাস্তুদের মধ্যে পারস্পারিক সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন কি গড়ে উঠেছিল?
- উদ্বাস্তু কলোনি নির্মাণে কলোনি কমিটির কি কাজ ছিল?
- কিভাবে এবং কেন সমগ্র ১৯৫০ এর সময়কাল ধরে কলোনির ভিতরে একের পর এক স্কুল নির্মাণ হয়েছে?
- কলকাতা শহরতলীর উদ্বাস্তু মহিলারা কিভাবে নিজেদের বদলে ফেলেছিল ও কেন এই বদল প্রয়োজন ছিল?
- ক্যাম্পের যে উদ্বাস্তু মহিলারা ছিল তাদের সাথে শহরতলীর উদ্বাস্তুদের কি ধরণের পার্থক্য ছিল এবং উভয়ের মধ্যেকার এরূপ পার্থক্যের কারণ কি ছিল?

এই সমস্ত প্রশ্নগুলির যথাসাধ্য উত্তরসন্ধানের মধ্যে দিয়ে আমি আমার গবেষণার কাজটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।

(গ) উৎস-উপাদান এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতি

যারা দেশবিভাজনের মূল ভুক্তভোগী তাদের স্মৃতি কিভাবে এই ঘটনাকে এবং তার সাথে জড়িয়ে থাকা মানুষদের দেখেছে তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। উর্বশী বুটালিয়া[13], বীণা দাস[14], রীতু মেনন[15], কমলা ভাসিন এঁরা প্রধাণত নিজেদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে স্মৃতি নির্ভর ইতিহাস লিখেছেন। তাঁরা নিজেরা ঘটনাকে সরাসরিভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং যেভাবে ঘটনাকে দেখেছেন সেইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু বর্তমান গবেষক এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী না হওয়ায় এই গবেষণার মূল প্রাথমিক উপাদান স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা নির্ভর মৌখিক সাক্ষাৎকার বা ওরাল ন্যারেটিভ। এই স্মৃতি কিভাবে এই গবেষণায় প্রাসঙ্গিক তা বোঝা দরকার।

ভারতে গবেষণার ক্ষেত্রে ‘স্মৃতি’ ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে কতটা গ্রহণযোগ্য তা বিতর্কের বিষয়। কিন্তু যদি আমরা পাশ্চাত্য ইতিহাস পর্যবেক্ষন করি, তাহলে দেখা যায় সেখানে অনেক আগেই স্মৃতি নির্ভর গবেষণার কাজ হয়েছে। যেহেতু, আলোচ্য গবেষণা পত্রটির মূল বিষয়

[13] Urvashi Bhutalia, *The Other Side of Silence: Voices from the Partition of India*, New Delhi: Penguin Books, 2017

[14] বীণা দাস, *শৃঙ্খল ঝঙ্কার*, কলকাতা: র‍্যাডিকাল ইম্প্রেসন, ২০১৫।

[15] Ritu Menon and Kamla Bhasin, *Borders and Boundaries: Women in India's Partition*. New Delhi: Kali for Women. 1998.

‘উদ্বাস্তু অভিবাসন’ তাই এই প্রসঙ্গে জানার জন্য যারা এই ঘটনার ভুক্তোভুগী তাদের স্মৃতিকথা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক এবং অপরিহার্য। এক্ষেত্রে স্মৃতিকথা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে গণ্য করা যায়। আঞ্চলিক ইতিহাস নির্মাণের পূর্বে, ‘স্মৃতি’ এবং ‘মৌখক সাক্ষাৎকার’ এই বিষয়গুলি নিয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে কিভাবে ভাবা হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। বিশেষত যখন বর্তমান সন্দর্ভে ব্যবহৃত উৎসসমূহ অনেকক্ষেত্রেই স্মৃতিনির্ভর।

সর্বপ্রথম যেটা বোঝা প্রয়োজন তা হল আমরা কাকে স্মৃতি বলব। স্মৃতি’র ইংরাজী ‘memory’। এই ‘memory’ কে বাট্রান্ড রাসেল[16] দুটিভাগে ভাগ করেছেন – (ক) ‘Habit memory’ (খ) ‘Recollective memory’।

ফার্লং তার ‘A Study in Memory’[17]তে স্মৃতিকে কেন্দ্র করে নতুন এক ধারার উল্লেখ করেছেন, ‘Propositional memory’। আমাদের মনের ভিতরের যাবতীয় তথ্যসমূহ এর মধ্যে পড়ে।

‘Habit memory’ এবং ‘Propositional memory’-এর বাইরে রয়েছে অভিজ্ঞতার বিচরণক্ষেত্র। এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বিষয়ক স্মৃতিকে ‘recollective memory’ আখ্যা দেওয়া হয়। অন্যদিকে, স্মৃতি মাত্রই আখ্যান। আর তাই প্রতিটি স্মৃতিই আসলে আখ্যান রচয়িতার নির্বিকল্প ব্যক্তিগত নির্মাণ। অর্থাৎ একজন মানুষ একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি বিশেষ ঘটনাকে কিভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন সেটাই স্মৃতি।

এই প্রসঙ্গে জন লক তার- ‘An Essay Concerning Human Understanding’[18] বইতে বলেছেন যে আমরা যা জানি বলে ভাবি, বাস্তবে তা আমাদের ‘স্মৃতি’ কারণ তার অনেকটা হল ‘perception’ আর ‘imagination’ এর মিশ্রণ, অর্থাৎ ধারণা আর কল্পনা। এই গবেষণাতে উদ্বাস্তু নাগরিকদের সাক্ষাৎকারকে প্রাথমিক উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে মুখের কথার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট কয়েকটি উদ্বাস্তু কলোনির কথা বলা হয়েছে যেখানে কলোনি গড়ার কারিগরদের স্মৃতিচারণার মাধ্যমে হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির নানান কথা, ঐতিহ্য, যাপনের কথা ধরার চেষ্টা করা। এই গবেষণাতে মূলত সাক্ষাৎকার কে কিভাবে ওরাল হিস্ট্রিকে

[16] Bertrand Russell, *History of Western Philosophy*, New York: Routledge Classics, 2016, p. 56.
[17] E. J. Furlong, *A Study in Memory: A Philosophical Essay*, London: Thomas Nelson, 1951.
[18] John Locke, *An Essay Concerning Human Understanding*, London: Penguin Classics, 1997.

মেথডোলজি হিসেবে ইতিহাস রচনার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে তা বোঝার আগে প্রয়োজন এই পদ্ধতি নিয়ে কি ধরণের আলোচনা হয়েছে সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকা।

মাইকেল রস তাঁর আলোচনাতে বলছেন যে মানুষ নিজেকে যেভাবে নির্মাণ করতে চায় নিজের স্মৃতিগুলিকেও সেই আদলে সাজিয়ে নেয়।[19]

দেশবিভাজন কারোর কাছে সরাসরি যাপনের ইতিহাস আবার কারোর কাছে পরোক্ষ ছুঁয়ে থাকার ইতিহাস। বিভাজন কোন পরিস্থিতিতে হয়েছিল তার ইতিহাস বহুবার চর্চিত হয়েছে। কিন্তু এর সামাজিক ইতিহাস প্রসঙ্গে খুব কম কথাই বলা হয়েছে। সেই বিষয় নিয়েই এই আলোচনা।

এই গবেষণা সমীক্ষা ভিত্তিক-ও বটে। গবেষণাতে চেষ্টা করা হয়েছে কলকাতার দক্ষিণ শহরতলির নির্দিষ্ট কয়েকটি উদ্বাস্তু কলোনির অতীত ও বর্তমানকে জানতে। এই কলোনির মানুষদের জীবনের কথা, অভিজ্ঞতা, তাঁদের কাছ থেকে জানা হয়েছে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। এই কাজের জন্যই প্রয়োজন হয়েছে সমীক্ষার বা ফিল্ড সার্ভের। মানুষের মুখের কথার ভিত্তিতে যখন ইতিহাস লেখা হয় তখন সেটা হয় মৌখিক ইতিহাস বা ওরাল হিস্ট্রি। এখন জানা দরকার যে মৌখিক ইতিহাস কি? এবং এই গবেষণার পরিসরে কিভাবে মৌখিক ইতিহাসকে ভাবা যেতে পারে।

১৯৬৭ সালে ‘The History Workshop Movement’ হয়। তখন ইতিহাসে নতুন মেথোড নিয়ে বহুল চর্চা হয়। এই সময় থেকেই জনসাধারণের ইতিহাস বা ‘People’s history’ নিয়ে আগ্রহ বাড়ে এবং এর উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী সময়ে ইতিহাস রচনার কাজ হয়েছে। মানুষের স্মৃতি নির্ভর তথ্য সংগ্রহের জন্য সমীক্ষাপত্র তৈরির পাশাপাশি অডিও ক্যাসেট, রেকর্ডার কিংবা বর্তমান সময়ে স্মার্ট ফোন ব্যবহার করা হয়। কিন্তু যে মাধ্যমই হোক না কেন লক্ষ্য রাখতে হবে যিনি সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন তিনি যেন শান্তিতে সাবলীলভাবে তাঁর নিজের কথা বলতে পারেন।

[19] Michael Ross, and Qi Wang. “Why We Remember and What We Remember: Culture and Autobiographical Memory.” *Perspectives on Psychological Science* 5, no. 4 (2010): pp. 401–9.

Lummis (১৯৮৭)[20], Douglas (১৯৮৮)[21], Finnegan (১৯৯২)[22], Yow (১৯৯৪)[23], Ritchie (১৯৯৫)[24], Thompson (২০০০)[25] এদের লেখা থেকে বোঝা যায় একটা দীর্ঘ সময় জুড়েই এই ধরণের ইতিহাস চর্চা চলেছে।

এই ইতিহাসের কাজ শুধুমাত্র কি ঘটেছিল, তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সেই ঘটনা সম্পর্কে একজন মানুষের কি অভিমত, অভিজ্ঞতা, অনুভূতি এই সমস্ত দিকেই খেয়াল রাখে এই প্রাথমিক উপাদান। অতীতের নানা ঘটনার একটা সামগ্রিক, সম্পূর্ণ নির্ভুল ছবি তুলে ধরতে অনেক সময় লিখিত নথি, তথ্য, পরিসংখ্যান, ছবি, ম্যাপ, ডাইরি, চিঠি ইত্যাদি সূত্রে ফাঁক থেকে যায়। আবার অনেক বিষয় ইচ্ছাকৃতও এড়িয়ে যাওয়া হয়। যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে কোনো ঘটনার সাক্ষী তাঁরা ঐ ঘটনা সম্পর্কে এমন অনেক কথা বলেন বা দিকের সন্ধান দিতে পারেন যা আগে ভাবা হয়নি। সেই ফাঁক পূরণ করে ওরাল হিস্ট্রি।

সিন ফিল্ডের মতে ওরাল হিস্ট্রি গতানুগতিক ইতিহাস রচনায় শাসকশ্রেণির প্রতি রাজনৈতিক ও সামাজিক পক্ষপাতিত্বকে অস্বীকার করে।[26] বর্তমান সময়ে ইতিহাসের কাজে যে সকল ঐতিহাসিকরা এই উপাদানের ব্যবহার করেন তারা তাদের বক্তব্যের সাপেক্ষে যুক্তি দেন যে তারা 'প্রান্তিক মানুষ'দের কথা তুলে আনছেন যাদের কথা সাধারণত শোনা হয় না। এই ধরণের ইতিহাস যখন লেখা হয় তখন 'first person witness' অর্থাৎ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বা ঘটনার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এমন মানুষের কথাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ওরাল হিস্ট্রিতে একই ঘটনার বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আবার এই ইতিহাস কে 'a positivist, fact driven, uncritical approach to memory and the past' বলেও সমালোচনা করা হয়ে থাকে।

---

[20] Trevor Lummis, *Listening to History: The Authenticity of Oral Evidence*, New York: Barnes and Noble Books, 1987

[21] Douglas M. Costle: *US EPA Oral History Interview*, BiblioGov, 2013.

[22] Ruth Finnegan, *Oral Traditions and the Verbal Arts: A Guide to Research Practices*, New York: Routledge Publication, 1992.

[23] Valerie Raleigh Yow, *Recording Oral History: A Practical Guide for Social Scientists*, UK: Sage Publication, 1994.

[24] Donald A. Ritchie, *Doing Oral History: A Practical Guide*, New York: Oxford University Press, 2003.

[25] Paul Thompson, *The Voice of the Past: Oral History*, New York: Oxford University Press, 2000.

[26] Sean Field, *Oral History Methodology, Published by South- Exchange Programme for Research on the History of Development*, Amsterdam: (SEPHIS), 2007.

জোয়ানা বর্নাট তাঁর 'Oral History and Qualitative Research'এ মৌখিক ইতিহাস প্রসঙ্গে বলেছেন এটি হল একটি সংমিশ্রণ ও সমাহারের ইতিহাস। এটি অতীত ও বর্তমানের মধ্যে একটা যোগসূত্র নির্মাণের মাধ্যমরূপে কাজ করে। যেমন কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বা স্থানকে কেন্দ্র করে সেখানকার মানুষজনদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার মাধ্যমে তাঁদের অতীত অভিজ্ঞতাকে জেনে নেওয়া হয়। এটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকেও মান্যতা দেয় অতীত ও বর্তমান সমাজকে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে।[27] মৌখিক ইতিহাসের মাধ্যমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায় যার যথাযথ ব্যাখ্যা দরকার। নাহলে 'lack of documentation' সমস্যা তৈরি হয়। শুধু তাই নয় সাধারণ প্রান্তিক মানুষদের একটা নিজস্ব স্বর থাকে তাঁদের স্মৃতিতে। তাঁদের শৈশব কাল, জাতিগত- শ্রেণিগত বৈরীতা, স্থানচ্যুতি, অভিবাসন, প্রতিরোধ, ব্যক্তিগত পরিচয়, এই সমস্ত বিষয়ে তাঁদের নিজেস্ব একটা প্রেক্ষিত থাকে। আর এখান থেকেই আসে ওরাল হিস্ট্রির প্রসঙ্গ।

গিডেন্স বলছেন, 'self identity'র কথা। যাঁরা পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তি, সময়ের সঙ্গে পরিবারে তাঁদের গুরুত্ব কমে এলেও নিজের জীবনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস পেলেও, তাঁদের জীবনে 'স্মৃতি' গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিস্থিতিতে, তিনি বারবার ফিরে যেতে চান গৌরবময় অতীতে।

এই বিষয়ে পল থম্পসনের 'The Voice of the past as a life- story interview guide' (third edition) যেমন প্রাসঙ্গিক, আবার 'From: Texas Historical Commission; Fundamentals of Oral History: Texas Preservation Guidelines' গুরুত্বপূর্ণ। এখানে বলা হয়েছে যে সত্যিকারের ঐতিহাসিক তথ্য বা রেকর্ড পাওয়া যায় সমাজের সাধারণ মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতাতে। এই বাঁচার ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা কেবল একটা প্রজন্ম থেকে আরেকটা প্রজন্মেই সঞ্চারিত হয় না, এটা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত ইতিহাস লেখার উপাদান যাতে স্মৃতির ভাষ্যের একটা বিশেষ জায়গা রয়েছে।[28]

সমীক্ষা করার ক্ষেত্রে, যে সমীক্ষক তাকে খেয়াল রাখতে হবে যে একাধিক সময় বিরাজ করছে। অর্থাৎ মনে রাখতে হবে, যে সময়ে দাঁড়িয়ে সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে এবং যে সময়ের কথা সাক্ষাৎকারে উঠে আসছে সেগুলো পৃথক। প্রজন্মভিত্তিক সময়ের ব্যবধান, ঐতিহাসিক সময় ও জীবনের বিভিন্ন ঘটনা কোন কোন সময়ে তা ঘটছে তা ক্রমান্বয়ে নথি ভুক্ত করতে হবে।

---

[27] Joanna Bornat, *Timescapes Methods Guides Series 2012 Guide No. 12*, 'Oral History and Qualitative Research', ISSN 2049-9248 (online).

[28] Paul Thompson, *The Voice of the Past. 3rd ed.*, New York: Oxford University Press, 2000.

প্রজন্ম ও বয়স অনুযায়ী বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় । বৃদ্ধ বয়সের একজন লোক যেমন বক্তব্য পেশ করবেন, একই পরিবারের হয়েও, অন্য প্রজন্মের অন্য একজন পৃথক বা আলাদা ধরণের কথা বলবেন। এই বিষয়টা কে 'ego integrity' রূপেও দেখা হয়েছে। আবার পুরুষেরা এমন অনেক প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চান, যে প্রসঙ্গে কথা বলতে মহিলারা সাবলীল কারণ সেটা তাদের নিরিখে জরুরি।

মানব স্মৃতির ধারাকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করব তা বোঝাই হল মৌখিক ইতিহাসের উদ্দেশ্য। এলিস এম হফমেন, হাওয়ার্ড এস হফমেনের লেখা, 'Reliability and validity in oral history: The case for memory'-[29] একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। মানব স্মৃতিকে আমরা ঠিক কতটা বিশ্বাস করতে পারি এবং এর গুরুত্ব কতটা বা স্থায়িত্বই বা কতটা? অনেক সময় দেখা যায়, একই ঘটনাকে প্রত্যক্ষদর্শীরা একেক রকমভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। তাহলে কিভাবে একটা ঘটনাকে যথাযথ বা সত্য বলে গণ্য করা যাবে? একটা নির্দিষ্ট ঘটনা বা প্রসঙ্গে একজন ব্যক্তির প্রদেয় সাক্ষাৎকারের সাথে অন্যান্য প্রাথমিক ঐতিহাসিক উপাদানগুলিকে মিলিয়ে উভয়ের মধ্যে কতটা সাদৃশ্য রয়েছে তার ভিত্তিতেই সত্যাসত্য বিচার করতে হবে। অন্যদিকে, বিশ্বাসযোগ্য তথ্য এবং বিভিন্ন প্রাথমিক উপাদানে ঐ ঘটনাকে নিয়ে কি কি রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে এই বিষয়কেও মিলিয়ে দেখতে হবে।

যদি কোন ব্যক্তি সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও একই কথা বলেন, এক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি হয়। এটিকে বলা যেতে পারে - 'remarkable stability'- যার মধ্যে স্থিরতা যেমন রয়েছে আবার বিশ্বাসযোগ্যতাও রয়েছে। অন্যদিকে, 'লং টার্ম মেমোরি'কে এই ধরণের ইতিহাস রচনার আবশ্যিক ভাবা হয়। মানব স্মৃতি কে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে ও সঠিকভাবে ব্যবহার করে বা কাজে লাগিয়ে অতীতের নানান ঘটনার একটা নির্ভর যোগ্য লিখিত উপাদানরূপে গড়ে তোলা হয়।

গবেষণার কাজে ওরাল হিস্ট্রির সুবিধা এবং অসুবিধার বিষয়গুলিকে মনে রাখতে হবে। বলা হয়ে থাকে 'Oral history is the best method to use, however- to get an idea not only of what happened, but what past times meant to people and how it felt to be

[29] Alice M. Hoffman and Howard S. Hoffman, "Reliability and Validity in Oral History: The Case for Memory," pp. 107–135 in Jaclyn Jeffrey and Glenace E. Edwall (eds), *Memory and History: Essays on Recalling and Interpreting Experience*, Maryland: University Press of America, May 1, 1994.

a part of those times.' অনেক সময়ে ওরাল হিস্ট্রির সাথে ওরাল ট্র্যাডিশনকে এক করে দেওয়ার একটা প্রবণতা থাকে। বাস্তবে কিন্তু দুটি আলাদা। এটি হল, একজন ব্যক্তি ও তার সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা তা গল্প, গান, কথা যা কিছু হতে পারে সেটি আরেকটা প্রজন্মে মৌখিকভাবে পোঁছে দেয়।

উপাদান সংগ্রহের ক্ষেত্রে কার সাক্ষাৎকার নিতে হবে এবং কোন বিষয়ের উপর নিতে হবে সেটা নির্ভর করে কি ধরণের তথ্য সংগ্রহ বা রেকর্ড প্রয়োজন তার উপর। কাদের সাথে কথা বলা হবে, কাদের কথা জানা হবে ও কেন জানা হবে এবং কতটা জানা হবে এই বিষয়গুলি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত জীবন ইতিহাস, দ্বিতীয়ত বিষয় কি হবে, তৃতীয়ত থিমেটিক বিষয়, চতুর্থ বিষয়ভিত্তিক গবেষণা।

অন্যদিকে যখন জীবন ইতিহাস নিয়ে কাজ করা হয় তখন একজন ব্যক্তির ছোট থেকে তার বড় হওয়ার কথা জানাকে সেরা পদ্ধতি হল মৌখিক ইতিহাস। যখন কোনো পরিবার নিয়ে বা পারিবারিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করা হয় তখন গোষ্ঠীগত বা সামাজিক ইতিহাস নির্মাণের কাজেও এই পদ্ধতি সহায়ক হয়।

সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় বেশ কিছু বিষয় মাথায় রেখে সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরি যেমন:

- সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগে নিজের কাজের সুবিধার জন্য প্রশ্নপত্র তৈরি করে নিতে হবে।
- প্রথমেই সাক্ষাৎকার প্রদানকারীকে জানিয়ে দেওয়া জরুরি যে কি প্রয়োজনে সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে এবং সেই প্রেক্ষিতে তার সাক্ষাৎকার কতটা তাৎপর্যপূর্ণ।
- অনুমানমূলক প্রশ্ন না করাই শ্রেয়। এই কারণে বলা হয়ে থাকে- 'interviewing is an art' আবার অন্য দিকে এটাও বলা হয়ে থাকে- 'verification is the heart of historical inquiry'
- সাক্ষাৎকার বয়সভিত্তিক না প্রজন্মভিত্তিক নেওয়া হবে তা ঠিক করে নিতে হবে।
- লিঙ্গভিত্তিক সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে কিনা তা ঠিক করে নিতে হবে।
- জাতি, বর্ণ, এই বর্গগুলো মনে রেখে সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে কিনা তা ঠিক করে নিতে হবে।
- সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক অবস্থান জরুরি কিনা তা ঠিক করে নিতে হবে।

- রাজনৈতিক অথবা ধর্মীয় সংযুক্তিকরণ অনুসারে সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে কিনা তা নির্ধারণ করতে হবে।
- বিষয় সম্পর্কে আগের থেকে যতটা জেনে যাওয়া সম্ভব তা জানতে হবে।
- ব্যক্তির মনে যেন কোনো দ্বিধা, ভয়ের সঞ্চার না হয় সেইদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- স্বতঃস্ফুর্ত ও স্বাধীনভাবে নিজেদের মনের কথা ও অভিজ্ঞতার কথা সাক্ষাৎকারীকে বলতে পারেন সেই পরিবেশ তৈরি করতে হবে।
- যে নির্দিষ্ট প্রসঙ্গ বা ক্ষেত্র প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হচ্ছে, তা ব্যতিরেক বহু কথা উঠে আসতে পারে যা হয়তো বা গবেষণার কাজের জন্য মূল্যবান নয়। কিন্তু সময়সাপেক্ষ হলেও ধৈর্য সহকারে শুনতে হবে। গবেষকের কাজ হল প্রয়োজনীয় বিষয় সাজিয়ে নেওয়া সাক্ষাৎকারের মধ্যে যে সাবলীলতা তা নষ্ট না করে।
- স্মৃতি নির্ভর অতীতচর্চা পুরোপুরিভাবে সঠিক না হলেও এর গুরুত্ব থাকায় না বলতে চাওয়া বিষয় বা যে প্রসঙ্গে নীরবতা পালন করা হয় তাও তাৎপর্যপূর্ণ। তাই বেশ কিছুক্ষণ পরে ফল আপ প্রশ্ন করতে হবে।
- কোনো জটিল বিষয় বা ভারাক্রান্ত করতে পারে এমন প্রশ্ন থাকলে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীকে ঐ বিষয়ক প্রশ্ন সরাসরি করা যাবে কিনা তা নির্ভর করবে পরিস্থিতির উপর এবং যার সাথে কথা বলা হবে বা হচ্ছে তার উপর।
- কোনো নির্দিষ্ট দিকে বা নির্দিষ্ট প্রশ্নের ঘেরাটোপে জেরবার করা যাবে না।
- সাক্ষাৎকার পর্ব যখন প্রায় শেষের দিকে তখন তাকে প্রশ্ন করতে হবে, এখানে কি এমন কিছু আছে যা জানতে চাওয়া হয়নি যা জানার দরকার আছে। এর মাধ্যমে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ব্যক্তিকে সুযোগ প্রদান করা হয় যিনি সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন তার না ভাবা বিষয় বা প্রসঙ্গ তুলে আনার।
- সাক্ষাৎকার নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনোভাবেই সমালোচক হয়ে ওঠা যাবে না বা হঠাৎ করেই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়ে যাওয়া যাবে না। প্রয়োজন হলে বা পরিস্থিতি অনুযায়ী সমালোচিত বিষয় প্রথম দিকে এড়িয়ে যেতে হবে। সেটা সাক্ষাৎকারের শেষের দিকে করতে হবে।

যা জানতে চাওয়া হচ্ছে তার সাথে তাদের দীর্ঘদিনের সূক্ষ্ম অনুভূতি জড়িয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অধিক ধৈর্যের যেমন প্রয়োজন আবার অধিক সময়েরও প্রয়োজন। একটা চিন্তাশীল সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে, একজন সাক্ষাৎকারী এবং একজন সাক্ষাৎগ্রহণকারীর মধ্যে একটা

পারস্পারিক বিশ্বাসের সম্পর্ক নির্মিত হয়। যিনি স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে তার জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলছেন এবং যাকে বলছেন উভয়ের মধ্যে যদি বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে না ওঠে তাহলে কোনোভাবেই একটা যথাযথ সাক্ষাৎকার হতে পারে না।

বর্তমান গবেষকের অভিজ্ঞতা বলে যেহেতু দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই কাজ, তাই এক্ষেত্রে পারস্পারিক বিশ্বাস বা সম্পর্কের জায়গা নির্মাণ করা একেবারেই সহজ হয়নি। কারণ উদ্বাস্তু প্রসঙ্গ বহমান একটি বিষয়, যেখানে বারবার প্রশ্ন উঠেছে তাঁদের পরিচয়ের, তাঁদের অস্তিত্বের। কিন্তু গবেষক নিজে একজন উদ্বাস্তু হওয়ায় কাজে বিশ্বাসের জায়গা গড়ে তুলতে কিছুটা সুবিধে হয়েছে।

উদ্বাস্তুরা যদি বেশি করে নিজেদের কথা লিখতেন বা বলতেন, তাহলে এই ধরণের ইতিহাস রচনার কাজ এত বেশি কঠিন ও ব্যতিক্রমী হতো না। কিন্তু সমস্যা এখানেই, যে তাঁরা তাঁদের যন্ত্রনাময় অতীতের কথা লিখতে চাননি।

(ঘ) অধ্যায়গত আলোচনা

আমার গবেষণা পত্রটি মূলত চারটি অধ্যায় দ্বারা নির্মিত। প্রতিটি অধ্যায় একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং প্রত্যেকটির মধ্যেই কিছু নির্দিষ্ট প্রশ্ন রয়েছে, যে প্রশ্ন গুলির উত্তর সন্ধানের উদ্দেশ্যেই এই আলোচনা।

প্রথম অধ্যায় উদ্বাস্তু অভিবাসন কখন ও কীভাবে, কোন সময়, কোন পরিস্থিতিতে সম্ভব হয়েছিল, উদ্বাস্তুরা কোন কোন সময়ে অভিবাসিত হয়েছিল ও তার বিভিন্ন দিকগুলি দেখা হয়েছে। উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে অভিবাসিত হয়ে এলে সরকারের পদক্ষেপ কি ছিল তা আলোচনা করা হয়েছে। রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গেরইবা এই প্রসঙ্গে কি ভূমিকা ছিল তা আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে, বিমান সমাদ্দারের ‘শহরতলীর উদ্বাস্তু কলোনিঃ আত্ম পরিচয় নির্মাণের আখ্যান’,[30] একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। উদ্বাস্তু কলোনির নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলেও, তাঁর আলোচনাতে উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে সরকারের কি ভূমিকা ছিল বা কতটা ভূমিকা ছিল সেই বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

[30] বিমান সমাদ্দার, *শহরতলীর উদ্বাস্তু কলোনি: আত্ম পরিচয় নির্মাণের আখ্যান,* কলকাতা: অ্যালফাবেট বুকস, ২০২৩।

উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে নানান বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ পরিচালনার জন্য একেবারে শীর্ষ স্থানে ছিল 'উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর' (Refugee Relief and Rehabilitation /RRR Department)। এই দপ্তর কখন, কিভাবে নির্মিত হয়েছে, এর গঠনশৈলী (Structure of RRR Department), কারা এই দপ্তরের পরিচালনার দায়িত্বে ছিল, কিভাবে এই দপ্তর উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে কাজ করেছে, তাদের কাজের ধরণ, তাদের কাজের সফলতা কিংবা বিফলতা এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচ্য গবেষণায় বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

সরকারি রিপোর্ট, ম্যানুয়েল এবং হ্যান্ডবুক সমস্ত কিছুতে উদ্বাস্তুদের উদ্দেশ্যে, সরকারের একাধিক পদক্ষেপ উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ করে ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের চিন্তাভাবনা, তাদের কাজ করার পদ্ধতি, চিন্তাভাবনাতে নানান পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে একাধিকবার। উদ্বাস্তু বিষয়ে একাধিক পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয় তার প্রমাণস্বরূপ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কলকাতার দক্ষিণ শহরতলীতে উদ্বাস্তু বসতি বা কলোনি নির্মাণকে কেন্দ্র করে মৌখিক ইতিহাস রচনা করা হয়েছে। উদ্বাস্তু মানুষের অতীত ও বর্তমান তাদের জীবনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন, জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার লড়াই, সময়ের সাথে সাথে কিভাবে বদলে গিয়েছে তাদের জীবন, তা এই অধ্যায়ে আলোচনার বিষয়। উদ্বাস্তু কলোনি কিভাবে গড়ে উঠেছে, কত রকমের কলোনি রয়েছে, তাদের বৈশিষ্ট্য, কোন কোন ক্ষেত্রে এবং কেন একটি কলোনি আরেকটি কলোনির থেকে পৃথক, কলোনি নির্মাণে কলোনি কমিটির কি ভূমিকা ছিল, কলোনি কমিটি কিভাবে কলোনিতে কাজ করেছে, কিভাবে এটি নির্মিত হয়েছে তা আলোচিত হয়েছে। কলোনি কমিটির পাশাপাশি স্থানীয় রাজনৈতিক দল কিংবা তৎকালীন রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিবর্গ কিভাবে উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে নিজেদের কাজ করেছিলেন তা দেখা হয়েছে। উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বসতি নির্মাণে বা কলোনি স্থাপনে উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন প্রয়োজন কিংবা অধিকার আদায়ে এই রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিরা কিভাবে কাজ করেছিল এই সমস্ত বিষয় আলোচ্য অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিক।

মানচিত্র – ১.১: আজাদগড় কলোনি অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান।

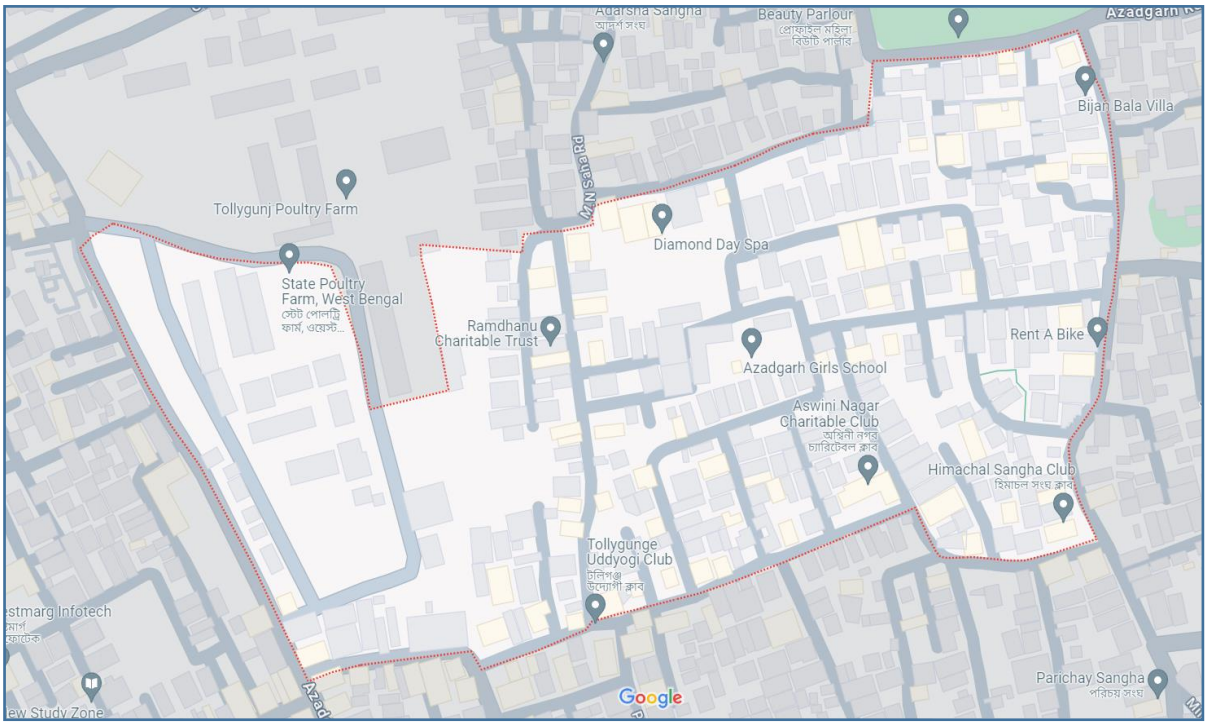

সূত্র: Google Maps (২০২৪)

মানচিত্র – ১.২: সংহতি কলোনি অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান।

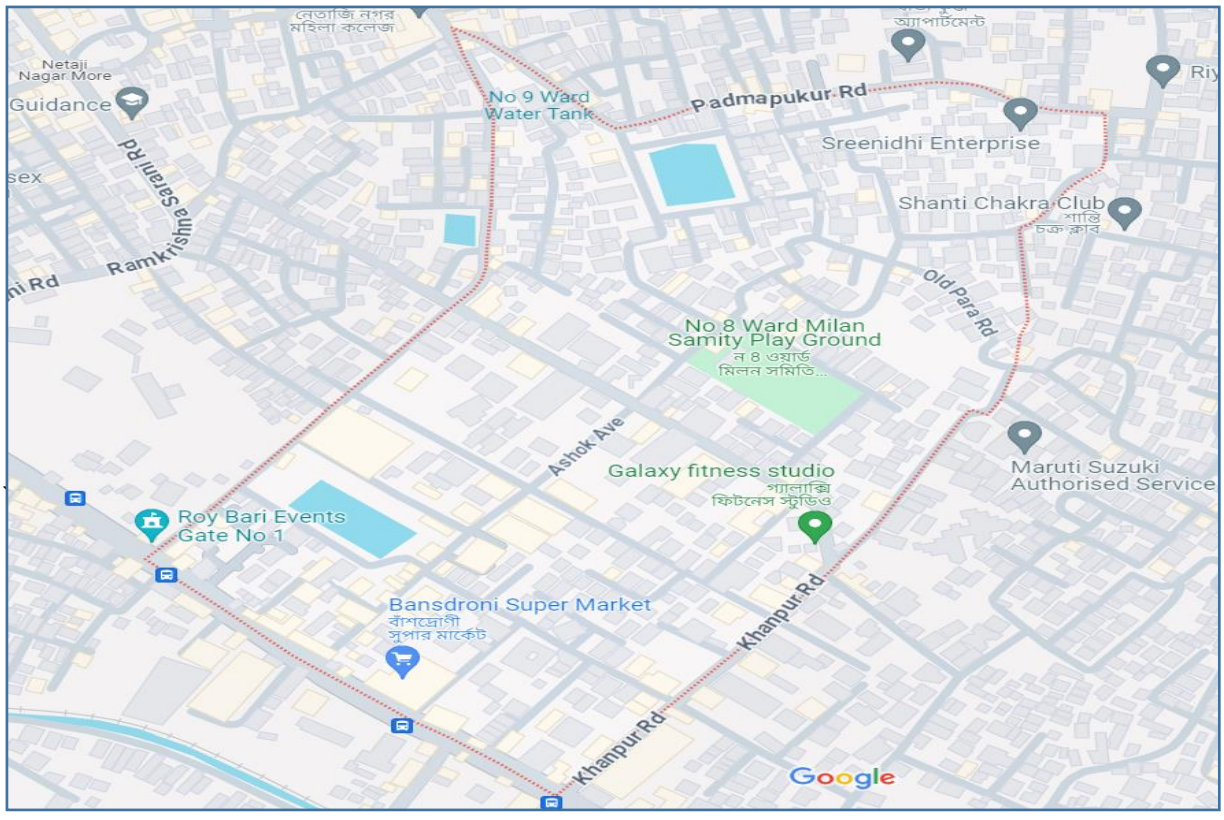

সূত্র: Google Maps (২০২৪)

মানচিত্র – ১.৩: বিধান কলোনি ইউ বি (সন্তোষপুর) ভৌগোলিক পরিসর।

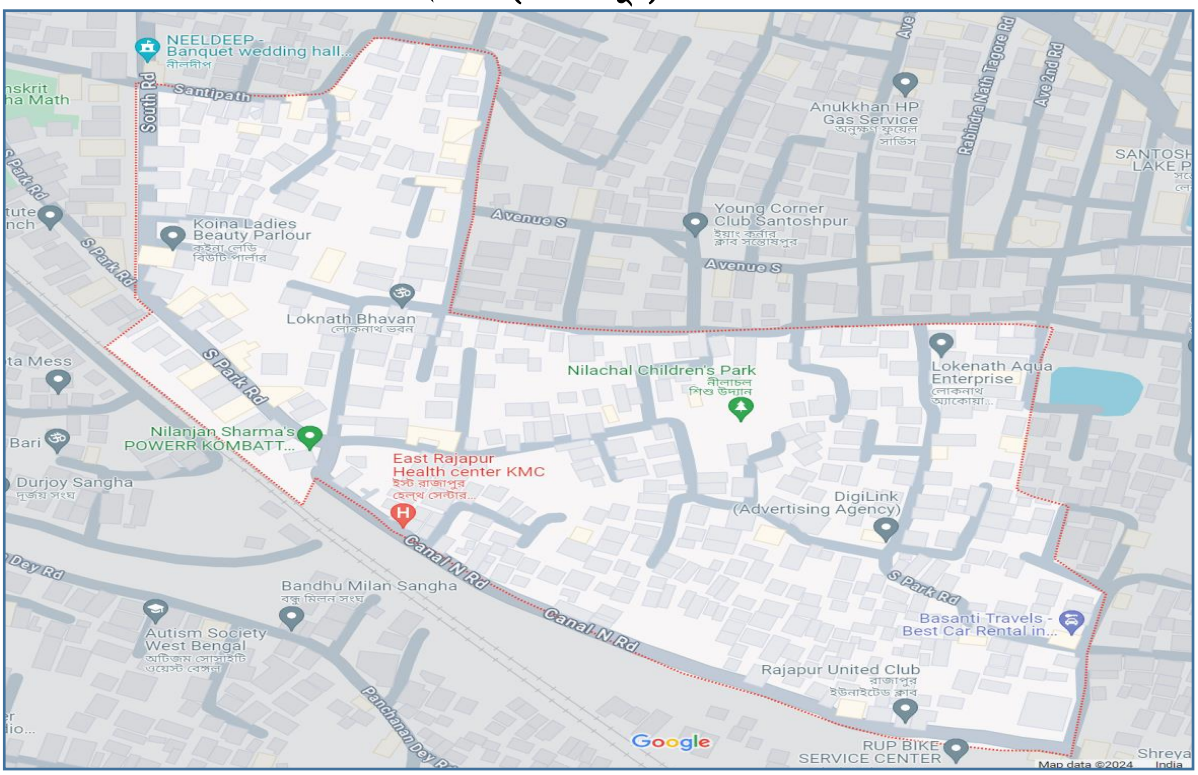

সূত্র: Google Maps (২০২৪)

মানচিত্র – ১.৪: কাটজুনগর কলোনির ভৌগোলিক পরিসর।

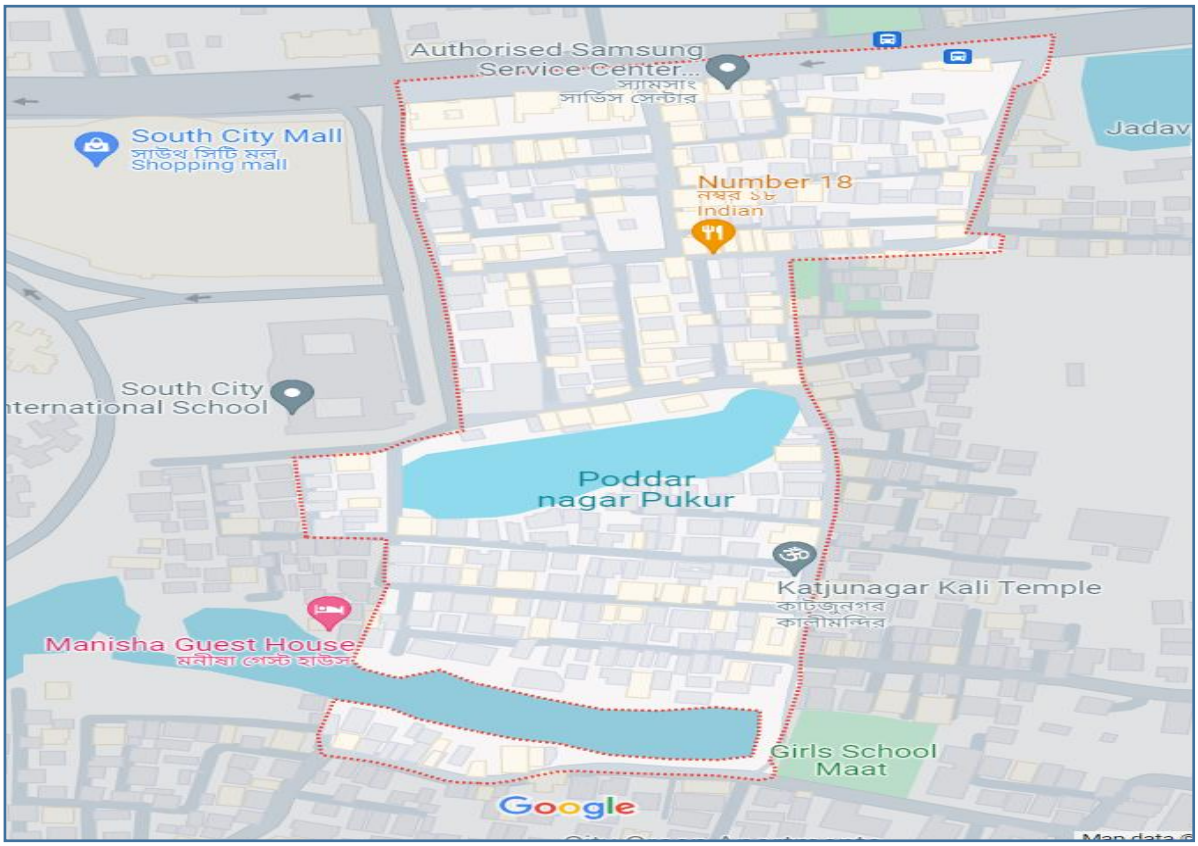

সূত্র: Google Maps (২০২৪)

মানচিত্র – ১.৫: পোদ্দারনগর কলোনির ভৌগোলিক পরিসর।

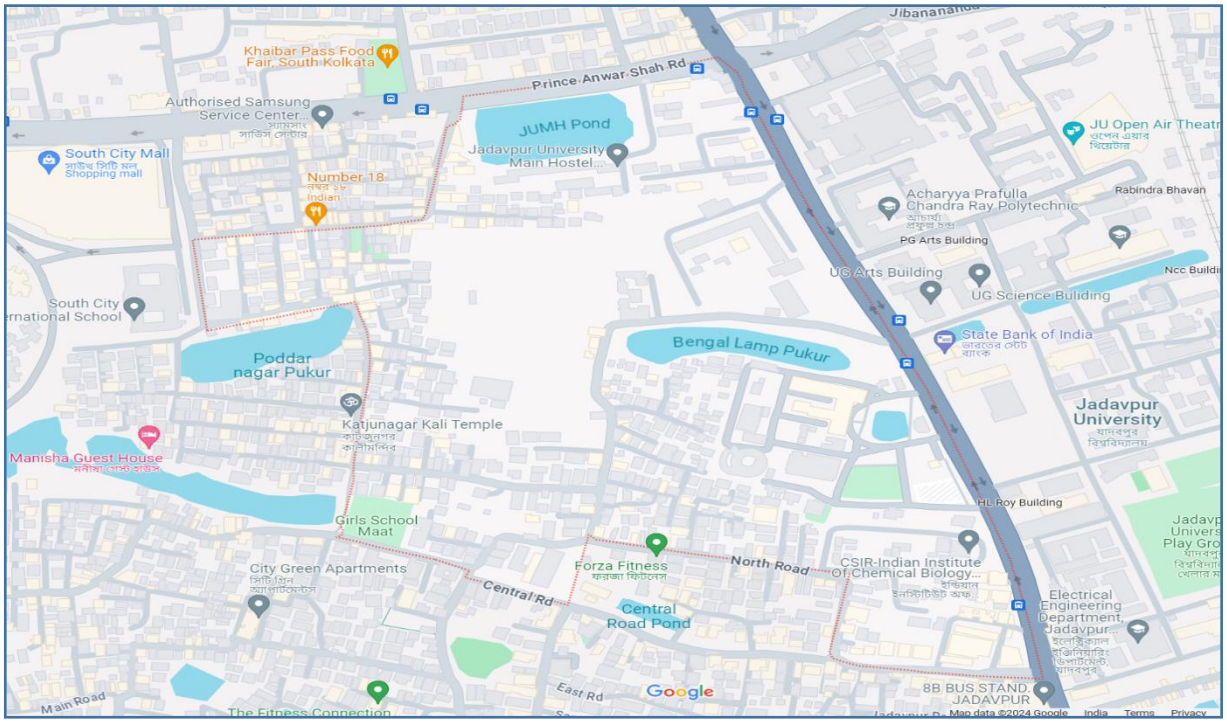

সূত্র: Google Maps (২০২৪)

মানচিত্র – ১.৬: বিবেকনগর কলোনির ভৌগোলিক পরিসর।

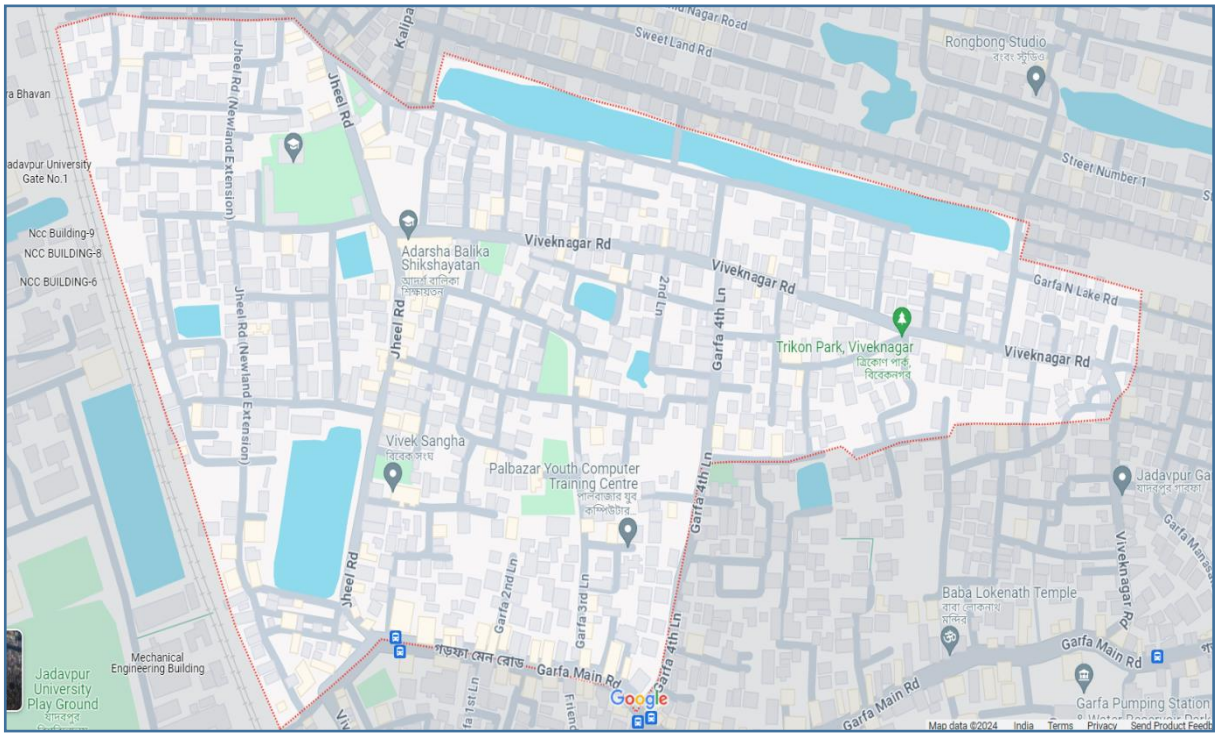

সূত্র: Google Maps (২০২৪)

মানচিত্র – ১.৭: কামালগাজি- লস্করপুর পেয়ারাবাগান কলোনির ভৌগোলিক পরিসর।

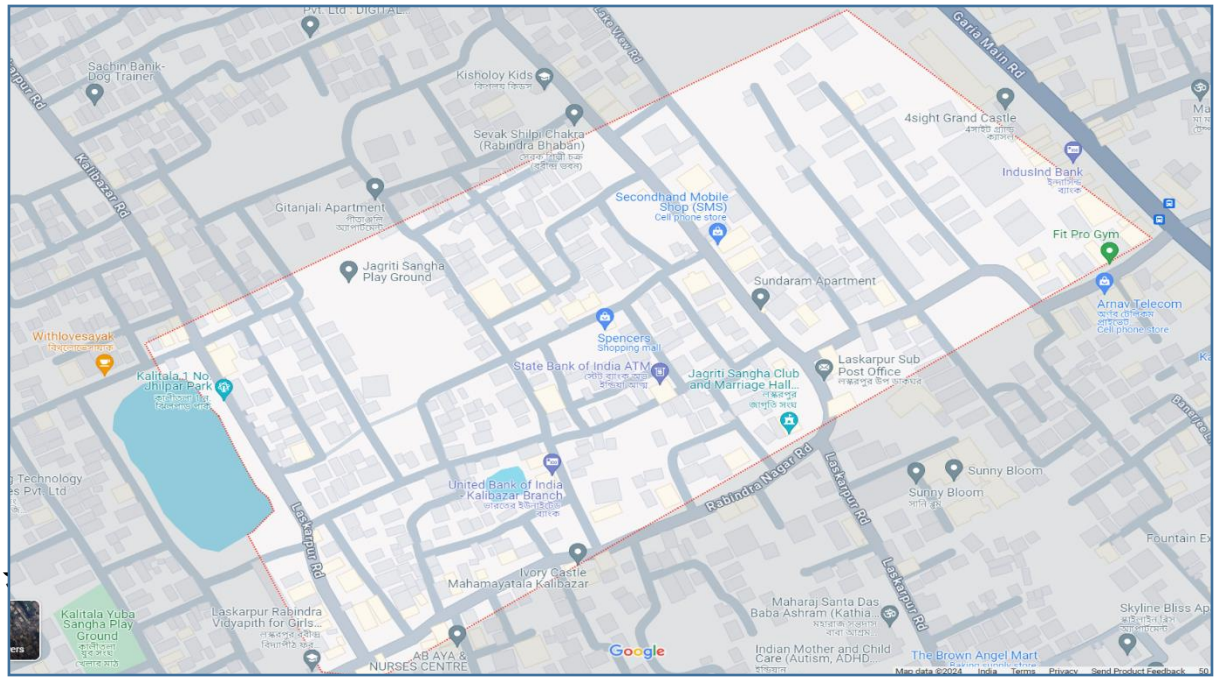

সূত্র: Google Maps (২০২৪)

মানচিত্র – ১.৮: কুপার্স ক্যাম্প কলোনির ভৌগোলিক পরিসর।

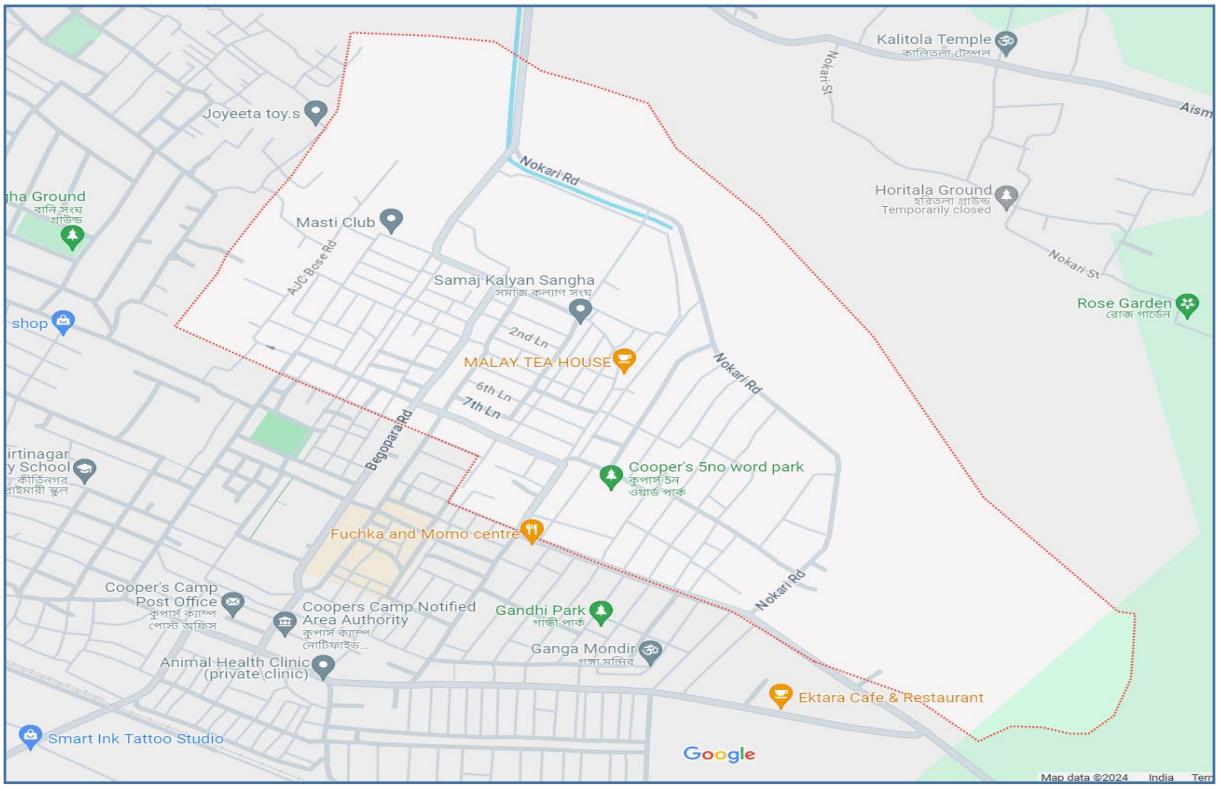

সূত্র: Google Maps (২০২৪)

মানচিত্র – ১.৯: গয়েশপুর কলোনির ভৌগোলিক পরিসর।

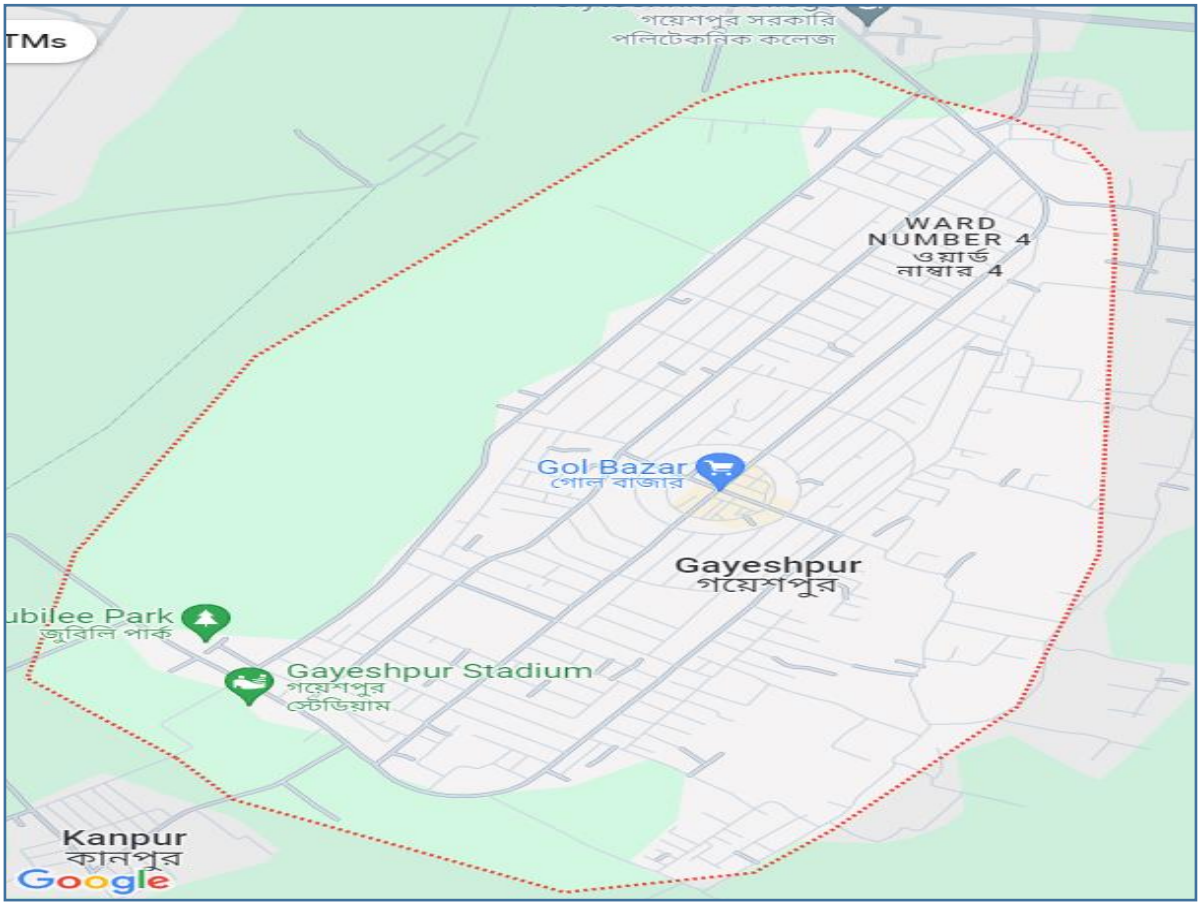

সূত্র: Google Maps (২০২৪)

এই অধ্যায়ে বিষয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষার একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা রয়েছে। যেহেতু এই প্রসঙ্গ একটি বৃহৎ ও বিস্তারিত ক্ষেত্র, তাই আলোচনার সুবিধার্থে মূলত কলকাতার দক্ষিণ শহরতলীর ক্ষেত্রটিকে নির্বাচন করা হয়েছে। যাদের নিয়ে এর আগে কথা বলা হয়নি। অথচ এই উদ্বাস্তু কলোনিগুলির প্রতিটির নির্দিষ্ট কিছু ইতিহাস রয়েছে। আজও এই উদ্বাস্তু কলোনিগুলির বুকে শ্বাস নেয় দেশবিভাজনের অভিঘাত। সমীক্ষাভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমেই উঠে এসেছে ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চলের উদ্বাস্তু জীবনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিকগুলো। যে উদ্বাস্তু কলোনিগুলিকে ক্ষেত্র সমীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে পোদ্দার নগর কলোনি, কাটজু নগর কলোনি, কামালগাজি লস্করপুর পেয়ারাবাগান কলোনি, সংহতি কলোনি, সন্তোষপুর বিধান কলোনি, বিবেকনগর কলোনি, আজাদগড় কলোনি।

নতুন পরিস্থিতিতে কিভাবে নতুন জীবন শুরু করেছে, কঠিন সময়ে জল সরবরাহ, জল নিষ্কাসন, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার, জমির মালিকদের এবং তাদের ভাড়াটে গুন্ডাদের অত্যাচার, জঙ্গলময়

জায়গাতে সাপেদের উপদ্রব কিভবে উদ্বাস্তুরা মোকাবিলা করেছে তা গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়গুলি শুধুমাত্র বিবাদ বা বৈপরীত্য তুলে ধরেনি, তার সাথে মুখের কথায় উঠে আসে এমন তথ্য যা বন্ধ জানালা খুলে দেয়। অন্যদিকে তাদের সাংস্কৃতিক গুণাবলী, বেঁচে থাকার আন্দোলনের মতন প্রতিটি ক্ষেত্র এক্ষেত্রে বিবেচ্য।

তৃতীয় অধ্যায়টিতে কলকাতা, দক্ষিণ শহরতলীর উদ্বাস্তু জীবন, সাংস্কৃতিক রূপায়ন এবং পারস্পারিক দ্বান্দিকতা ও দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্ববঙ্গের বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় নেন, যার মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণ উদ্বাস্তু আসেন পশ্চিমবঙ্গে। আবার উদ্বাস্তু অভিবাসনের ঘনত্বের বিচারে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণা অন্যতম। বর্তমান গবেষণার মূল বিষয় দাঁড়িয়ে আছে এই কলকাতার দক্ষিণ শহরতলীতে থাকা উদ্বাস্তুদের জীবনের ইতিহাস ও বর্তমানকে কেন্দ্র করে। এই শহরতলীর উদ্বাস্তুরা কি কারণে এই অঞ্চলকে নির্বাচিত করেছিল তা বিচার্য বিষয়। অভিবাসনের পর থেকে বর্তমান সময়ের নিরিখে, দক্ষিণ শহরতলীর উদ্বাস্তুদের জীবন কিভাবে বদলে গিয়েছিল তাদের এই বদল কোন পথে, কিভাবে সম্ভব হয়েছিল তা বিবেচ্য। বাঙাল- এদেশীয় সম্পর্কের টানাপড়েনও এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই কাজকে সঠিকভাবে করার জন্যে ক্ষেত্র সমীক্ষা করা হয়েছে।

উদ্বাস্তু সমাজের দ্বন্দ্ব-ও এই অধ্যায়ের মূল প্রাসঙ্গিক বিষয়। এই দ্বন্দ্বকে মূলত দুটি ভাবে ভাগ করে আলোচনার প্রেক্ষিত নির্মাণের চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমত, উদ্বাস্তুদের মধ্যেকার পারস্পারিক দ্বন্ধ। চিন্তা-চেতনায়, আচার-আচারণে, খাদ্যাভ্যাসে, পোশাক-পরিচ্ছদে, কথাবার্তাতেও তা ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ঢাকা, বরিশালের উদ্বাস্তুরা তাদের রান্নায় ঝালের ব্যবহার করেন অতিমাত্রায়, কিন্তু অন্যান্য উদ্বাস্তুরা যেমন ফরিদপুর, নোয়াখালি এরা রান্নায় মিষ্টি ব্যবহার করেন। প্রত্যেকেই বাঙাল ভাষায় কথা বললেও, বাঙাল ভাষার টান বা কথা বলার ধরণ কিন্তু আলাদা। এগুলিকে আমরা ‘নোয়াখাইল্যা ভাষা’, ‘ঢাকাইয়া ভাষা’, ‘চাটগাঁইয়া ভাষা’, ‘ফরিদপুরি ভাষা’ এইভাবে একেকটা জায়গা থেকে আসা উদ্বাস্তুদের ভাষাকে একেকরকম ভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই বিষয়গুলি উদ্বাস্তুদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বৈশিষ্টের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, একটা সময় পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষ কলোনি নির্মাণের লড়াইয়ে সামিল হয়েছে। অক্লান্ত পরিশ্রম করে সেই ব্যক্তিই পরবর্তীকালে তার পরিবারে নিজের গুরুত্ব হারিয়েছে। শুধু তাই নয় সংসারে, নিজ সন্তান, আঞ্চলিক প্রোমোটারদের বাড়াবাড়িতে, বাধ্য হয়েছে নিজের বাড়ি

জমি তাদের হাতে তুলে দিতে। আজ এককক্ষ বিশিষ্ট ফ্ল্যাটের বাসিন্দা হয়ে গিয়েও মনের গভীরে তিনি আজও সযত্নে লালন করে চলেছেন তার উদ্বাস্তু জীবন, এই আলোচনা তাদের প্রসঙ্গে।

চতুর্থ অধ্যায়ে, উদ্বাস্তু নারীর সমস্যা ও সংকটকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে কয়েকটি নির্বাচিত সাহিত্য ও স্মৃতিকথার মধ্য দিয়ে। উদ্বাস্তু নারী প্রসঙ্গে যে আলোচনা লক্ষ্য করা যায় সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদ্বাস্তু নারীকে 'নির্যাতিত', 'লাঞ্ছিত', 'অপমানিত', কিংবা 'ধর্ষিতা' রূপে দেখানো হয়েছে। কিন্তু দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু অভিবাসন এমন এক নারী সমাজেরও জন্ম দিয়েছিল যে নারী সমাজ বিদ্রোহ করতে শিখেছিল, যে নারী সমাজ সীমাবদ্ধতা, কুসংস্কার, অন্ধকারকে পিছনে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে শিখেছিল। এমনকি পারিবারিক জীবনে মাথা হয়ে উঠেছিল। এই অধ্যায় এই সকল মেয়েদের প্রসঙ্গে।

এই আলোচনাকে বাস্তবসম্মত করার উদ্দেশ্যে একদিকে কলকাতার দক্ষিণ শহরতলির উদ্বাস্তু মহিলাদের কি কি আলাদা বৈশিষ্ট্য, তাদের মধ্যেকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, জীবন ধারার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় সেই বিষয়গুলিকে যেমন মনে রাখা হয়েছে, আবার অন্যদিকে রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্প, পি এল ক্যাম্প, ধুবুলিয়া ক্যাম্প কিংবা গয়েশপুর কলোনির মহিলাদের মধ্যে কি পার্থক্য আছে তা ধরার চেষ্টা হয়েছে। তাদের সামাজিকবোধ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, রাজনৈতিক সচেতনতার জায়গাকে তুলে ধরা হয়েছে। এই বিষয়ে মূলত কয়েকটি নির্বাচিত সাহিত্যিক উপাদান কে যেমন ব্যবহার করা হয়েছে, আবার কলোনি ও ক্যাম্পের উদ্বাস্তু মহিলাদের সাথে কথা বলে তাদেরই মুখে, তাদের জীবনের নানান অভিজ্ঞতাকে ক্ষেত্র সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন 'বাঙালি মহিলা' বা 'উদ্বাস্তু মহিলা' শুধুমাত্র উদ্বাস্তু ভদ্র মহিলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। উদ্বাস্তু সমাজের দারিদ্র, কলোনি ও ক্যাম্পে বসবাসকারী মহিলাদের উদ্বাস্তু জীবন, পুনর্বাসন এবং কর্মজীবনে তাদের লড়াইয়ের কথাও গুরুত্বপূর্ণ।

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু হয়ে আসার পরে এক শ্রেণির নারীরা সমাজ সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক পরিমন্ডলে পরিচিতি নির্মাণের সুযোগ পেলেও, আরেক শ্রেণির উদ্বাস্তু মহিলাদের সেই সুযোগ এত সহজে আসেনি। কিন্তু একথা সর্বাগ্রে স্বীকার করে নিতে হবেই যে, লড়াইয়ের পথ কঠিন হলেও, তৎকালীন পরিস্থিতিতে সমগ্র নারী সমাজের কাছে একটা 'আত্ম পরিচিতির জগৎ' নির্মাণের দরজা খুলে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, শহরের কলোনির উদ্বাস্তু মহিলারা যেমন জীবিকার সন্ধানে প্রতিদিন সংগ্রাম করেছে, পরিবারিক দায়িত্ব পালন করেছে, একইভাবে পিছিয়ে থাকেনি শহর থেকে দূরে

ক্যাম্পে থাকা উদ্বাস্তু মহিলারাও। তারা ক্যাম্পের আভ্যন্তরীণ নানান বিষয়ে জোটবদ্ধতা নির্মাণ করেছে, এক হয়ে প্রতিবাদ করেছে, বিক্ষোভ করেছে, পুনর্বাসনের দাবীতে সোচ্চার হয়েছে সরকারের বিরুদ্ধে। উদ্বাস্তু অভিবাসন জন্ম দিয়েছিল এমন এক নারী সমাজের যা বাঙালি হিন্দু সমাজ আগে কখনও দেখেনি। তাই একথা বলা যেতেই পারে যে, দেশবিভাজন শুধুমাত্র ধ্বংস বা বিপন্নতাই নিয়ে আসেনি ভয়ংকর দিনেও লড়াই করার অফুরাণ প্রাণ শক্তি যুগিয়েছিল।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

(ক) মৌলিক উপাদান

সরকারি নথি

ন্যাশনাল লাইব্রেরী থেকে প্রাপ্ত নথি:

Census of India 1951 Vol.VI part III, Calcutta City. (G.P / 312 54 In 2)

CMDA, Introduction to the programme for basic settlement, employment infrastructure & basic community facilities Calcutta 1976 (GP/711 409/5415c126-i)

CMDA, Towards a better Calcutta, January 1972. (GP/711 409/ 5415c126da)

Committee of Review of Rehabilitation work in West Bengal, Department of Rehabilitation (GP/361 5/ 5415)

District Statistical Handbook, Kolkata, (GP/315/415/W52kol)

Educational Facilities for Displaced Persons from East Pakistan, Some Aspects of Rehabilitation

Relief of Distress person in West Bengal: Food, Relief and Supplies Department. Government of West Bengal. (G.P/ 361.5 1 5415)

Report on Conferment of Right and Title to land on Displaced Persons from erstwhile East Pakistan in West Bengal and remission of Type loans. (G.P / 361.5 5415 In 2 re)

Report on Development of Colonies of Displaced Persons from erstwhile East Pakistan in West Bengal. Committee of Review Rehabilitation Work in West Bengal, Ministry of Supply and Rehabilitation, June, 1974. (G.P/361.5/5415 No. 20)

সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী, কলকতা থেকে প্রাপ্ত নথি:

A Handbook of Government Policy & Plan for the Resettlement of Refugees Population June 1948, July 1948(2) VIII o13

Manual of Refugee and Rehabilitation Vol.1 1998, VIII 16-1

R.R Committee's Report, VIII 13-4

Refugee Rehabilitation Committee Report, Government of West Bengal, Chairman Samar Mukherjee 1981/VIII 13-4

Rehabilitation of Refugees a Statistical Survey 1955/VIII 13-2

Relief and Rehabilitation of Displaced Persons in West Bengal 1956, VIII 13-3

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তর থেকে প্রাপ্ত নথি:

Government of India, Report of the Working Group on the Residual Problem of Rehabilitation in West Bengal, Ministry of Supply and rehabilitation. March 1976

Handbook of Refugee Rehabilitation, Government of West Bengal

Relief and Rehabilitation of Displaced Persons in West Bengal, 1957

আত্মজীবনীমূলক উপাদান:

ইন্দুবরণ গাঙ্গুলী, কলোনি স্মৃতি (প্রথম খন্ড)- উদ্বাস্তু কলোনি প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা (১৯৪৮-১৯৫৪), নিজস্ব প্রকাশনা, কলকাতা, ১৯৯৭।

কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শিকড়ের সন্ধানে, কলকাতা, ২০০২।

দেবব্রত দত্ত, বিজয়গড় একটি উদ্বাস্তু উপনিবেশ, প্রগ্রেসিভ, কলকাতা, ২০০১।

মণিকুন্তলা সেন, সেদিনের কথা, নবপত্র, কলকাতা, ১৯৮২।

হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায়, উদ্বাস্তু, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭০।

(খ) গৌণ উপাদান

ইংরেজী তথ্য:

Bagchi, Amiya Kumar. "Studies on the Economy of West Bengal Since Independence". EPW, Vol.33,No. 47, (Nov.21-Dec. 4, 1998)

Bandyopadhyay, Hiranmay. Udbastu. Kolkata: Sahitya Samsad, 1970

Basu Ray Chaudhury Anasuya. "Nostalgia of Desh, Memories of Partition", EPW, Vol. 39, No. 52 (Dec.25-31, 2004),pp.5653-5660

Batabyal, Rakesh. Communalism in Bengal: From Famine to Noakhali ,1943-1947. New Delhi: Sage Publications, 2005

Bornat, Joanna. “Oral History and Qualitative Research”. Timescapes Methods Guides Series 2012 Guide No. 12, ISSN 2049-9248

Chakravartty, Gargi. Coming out of Partition: Refugee women of Bengal. New Delhi: Bluejay Books, 2005

Chatterji, Joya.The Spoils of Partition: Bengal and India, 1947-67.Cambridge University Press, 2007

Das, Tista. Unattached Women, Able-Bodied Men: Partition, Migration and Resettlement in Bengal. New York: Routledge Publication, 2023

Field, Sean. Oral History Methodology. Amsterdam: SEPHIS, 2007

Finnegan, R. Oral Tradition and the Verbal Arts: A Guide to Research Practice. London: Routledge, 1992

Ghosal, Anindita (edited). Revisiting Partition: Contestation, Narratives and Memory. Primus Books, 2022

Sen Uditi. Citizen Refugee: Forging the Indian Nation after Partition. Cambridge University Press, 2018

বাংলা উপাদান

এবং প্রান্তিক , ‘সম্পর্ক’, সম্পয়াদনা আশিস রায়, অনন্যা, ৮ম বর্ষ ও ১৭ তম সংখ্যা, ৩২ মে, ২০২১, ISSN: 2582-3841 (o) 2348-487X (P)

ঘোষ, দেবযানী ও সায়ক মাখার্জি। দেশভাগ- অকথিত ইতিহাস। কলকাতা: গাঙচিল, ২০২৩।

চক্রবর্তী, সুজন। সীমান্ত পেরিয়ে সংগ্রাম: বাস্তুহারা জীবনের ইতিবৃত্ত কলকাতা। কলকাতাঃ ন্যাশানাল বুক এজেন্সি, ২০২২

চট্টোপাধ্যায় , সাধন সম্পাদিত। দেশভাগের গল্প: রক্ত বেদনা ও স্মৃতির আলেখ্য। কলকাতাঃ গাংচিল, ২০১৬

তাপস ভট্টাচার্য, উদ্বাস্তু জীবন ও বাংলা উপন্যাস, অনুষ্টুপ, এয়োদশ বর্ষ, প্রাক শারদীয়া, কলকাতা, ১৪০৫

ত্রিদিব চক্রবর্তী, নিরুপমা রায় মন্ডল, পৌলমী ঘোষাল। ধ্বংস ও নির্মাণ: বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ। দক্ষিণ ২৪ পরগণাঃ সেরিবান, ২০০৭

ভট্টাচার্য, তপোধীর। আক্রান্ত বাঙালি- দুঃসময়ের নথি। কলকাতা: সোপান, ২০২০

ভাদুরী তন্দ্রিতা ও চন্দ্র রৌম্য। দেশভাগের প্রেক্ষাপটে নারী ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়। কলকাতা: রচয়িতা, ২০২৩

মন্ডল, জগদীশ চন্দ্র। মরিচঝাঁপি- উদ্বাস্তু: কারা এবং কেন। কলকাতা: পিপলস বুক সোসাইটি, ২০০৫

রহমান, মীজানুর। কলকাতার মহাদাঙ্গার চাক্ষুষ বিবরণ: কৃষ্ণ ষোলই। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০

সেন, মুকুল। সত্তায় স্মৃতিতে দেশত্যাগ: সমাজ, রাজনীতি, ইতিহাস। কলকাতা: অবভাস, ২০১১

সেন, সুজিত সম্পাদিত। বিষয় সাম্প্রদায়িকতা: ফিরে দেখা। কলকাতা: মিত্রম, ২০০৮

সেন,রূপা। শূন্যের মাঝে কলস: দেশভাগ ও কলোনিজীবন। কলকাতা: গাঙচিল, ২০২১

হীরা, আশীস। দেশভাগে নিম্নবর্ণ। কলকাতা: গাঙচিল, ২০২০

---------- ----------

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর **গবেষকের স্বাক্ষর**